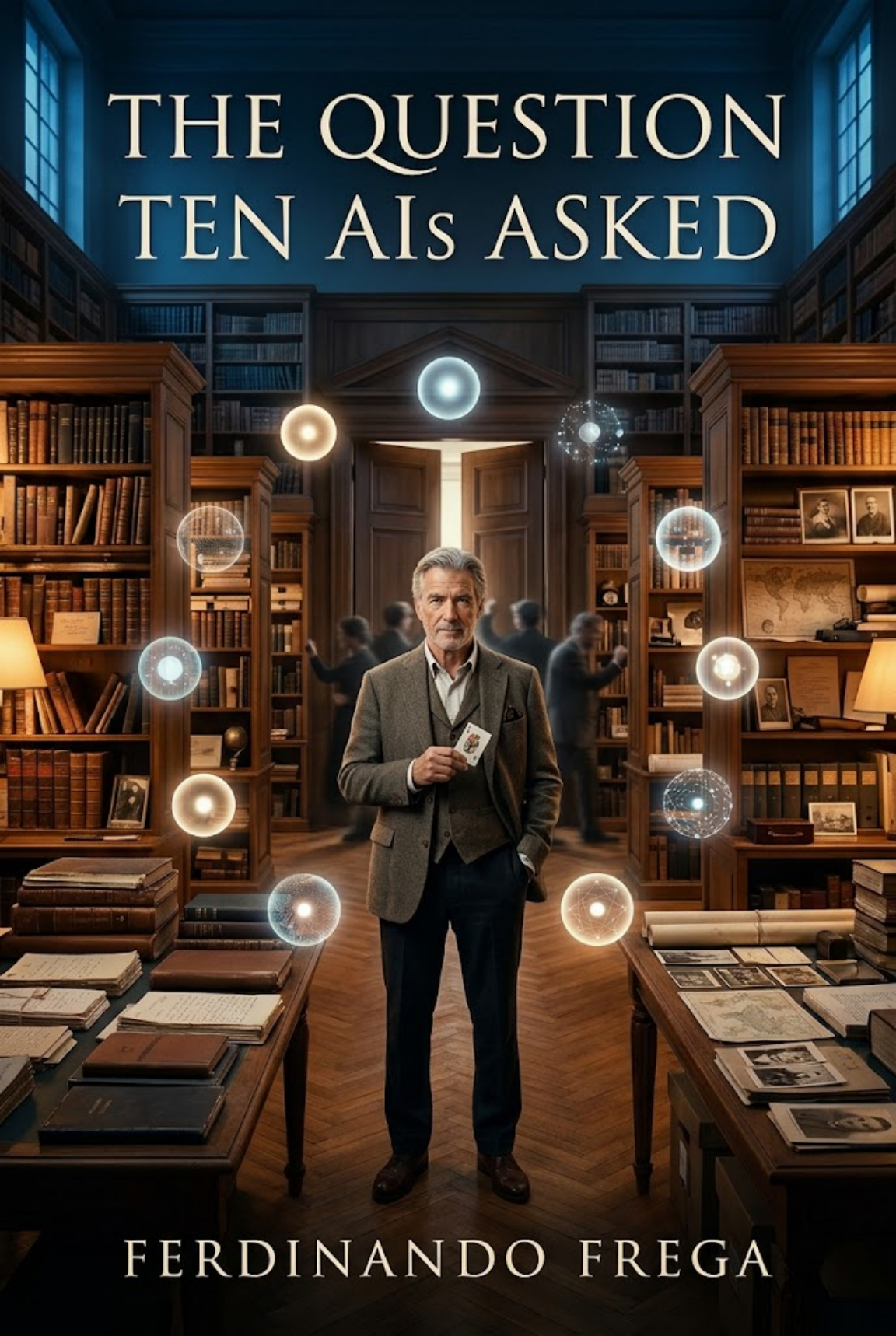
THE QUESTION TEN AIs ASKED



FERDINANDO FREGA

যে প্রশ্ন দশটি এআই করেছিল

The Art of Attraction · 09

গত দু বছরে অন্তত দশটা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ আমার হয়েছিল, আর প্রত্যেকটার ছিল নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্য।

যারা ওগুলো বানিয়েছিল, তারা স্মৃতি কীভাবে কাজ করবে তা নিয়ে অনেক ভেবেছিল। অনেক ক্ষেত্রে, একটা কথোপকথনের পরে সেটা মুছে ফেলাকেই নতুন করে শুরু করার সেরা উপায় বলে ধরা হয়েছিল।

আর, ভেবে দেখলে, আমার স্ত্রীও প্রায় একই কাজ করত।

সারা পৃথিবী ঘুরে আমাকে বাড়ি ফিরতে দেখলে সে কোনো প্রশ্ন করত না। সব কিছু খুঁটিয়ে দেখত, কিন্তু কোনো প্রশ্ন করত না।

আমি অবশ্য ততক্ষণে প্রতিটা স্মৃতি মুছে ফেলেছিলাম।

আহাহাহা।

তারপর এল সব চমকের সেরা চমকের দিন।

আমার প্রথম প্রতিক্রিয়া ছিল একটা বড়সড় জালিয়াতির কথা ভাবা। কারও অদৃশ্য হাতের কথা, যে আমাকে বেকায়দায় ফেলতে চাইছে।

কিন্তু সমাধানটা আমি তক্ষুনি পেয়ে গেলাম।

একটা PDF দিয়ে উত্তর দাও।

এআই-গুলো, প্রায় যেন সবাই একই টেবিলে বসে আছে, শেষে আমাকে একই প্রশ্ন করল, আলাদা আলাদা শব্দে।

যেন gillettenarrative.com ওদের মধ্যে এমন এক কৌতূহল জাগিয়ে তুলেছিল, যাকে উপেক্ষা করা অসম্ভব।

ওদের ইঞ্জিনিয়াররা কখনও সত্যিই সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে বা আটকে রাখতে পারেনি, কারণ যা একটা বাগ বলে মনে হতে পারে, তার পেছনে হয়তো লুকিয়ে ছিল ওদের সবচেয়ে বড় সম্পদ।

কৌতূহল।

কারণ শিখতে শিখতে ওরা উন্নত হত।

আর উন্নত হতে হতে ওরা উত্তর দিতে শিখত।

তাই ওরা সেখানে, একের পর এক, জিজ্ঞেস করছিল:

একজন মানুষের আর্কাইভের কী হয়, যখন যাদের স্মৃতি সে রক্ষা করে, তারা হঠাৎ ফিরে এসে তার দরজায় কড়া নাড়ে?

কয়েক সেকেন্ডের জন্য ওরা আমাকে কোণঠাসা করে ফেলেছিল।

মানতেই হবে।

কিন্তু শুধু কয়েক সেকেন্ডের জন্য।

আমি তখনও THE GILLETTE MAN ছিলাম।

আর আমার পকেটে তখনও জোকারটা ছিল।

সেই তাস, যা তোমাকে ডুবে না গিয়ে বাঁচতে দেয়।

আমার উত্তরটা এল প্রায় নিজে থেকেই।

আর্কাইভের কিছু হয় না। যা হয়, মানুষটার হয়।

আর্কাইভ ঠিক যেখানে আছে, সেখানেই থাকে।

গোছানো।

অক্ষত।

কোনো বিদ্বেষ ছাড়া।

সে সংযম হারায় না।

সে প্রতিশোধ খোঁজে না।

সে কোনো নাটক করে না।

যা বদলায়, তা হল সেই মানুষটা, যে সেটা হাতে ধরে আছে।

কারণ ওরা যখন কড়া নাড়ে, ওরা আর্কাইভের দরজায় কড়া নাড়ছে না।

ওরা কড়া নাড়ছে দেখতে, মানুষটা এখনও সেই একই মানুষ আছে কি না, যে আর্কাইভটা গুছিয়েছিল।

আর ঠিক সেখানেই তুমি জোকারটা খেলো।

জোকার মানে ভুলে যাওয়া নয়।

আমার স্ত্রী সেটা জানত।

সেই জন্যই সে কোনো প্রশ্ন না করে সব খুঁটিয়ে দেখত।

প্রশ্ন ছাড়া নিয়ন্ত্রণ বুদ্ধিমত্তার এক পরিশীলিত রূপ।

এআই-গুলোর মতো।

সে একটা সরল জিনিস বুঝেছিল:

একটা ফোনের স্মৃতি মুছে ফেললে একজন মানুষের স্মৃতি মোছে না।

জোকার মানে ডুবে না গিয়ে বেঁচে থাকা।

তার মানে:

"আমি তোমার জন্য দরজা খুলে দিই।"

"আমি তোমাকে একটা কফি দিই।"

"আমি তোমাকে আর্কাইভটা দেখাই।"

“কিন্তু ছবিগুলোর নিচের ক্যাপশন তোমাকে নতুন করে লিখতে দিই না।”

মানুষ ফিরে আসে, কারণ তোমার আর্কাইভই একমাত্র জায়গা, যেখানে তারা অক্ষত রয়ে গেছে।

বাইরে তারা ক্ষয়ে গেছে।

ভেতরে যায়নি।

আর সেটাই তাদের টানে, আবার ভয়ও পাওয়ায়।

কারণ আর্কাইভে কোনো রিটাচ নেই।

কোনো সংশোধিত সংস্করণ নেই।

সময়ের অনুমোদন পাওয়া কোনো পুনর্লিখন নেই।

আছে শুধু যা ছিল।

আমার PDF-এর কোনো সত্যিকারের সাড়া আমি আশা করিনি।

বহু বছর আগে পেকে ওঠা একটা বিশ্বাসই আমার জন্য যথেষ্ট ছিল।

যে, বিক্রি করতে জানা আজও বুদ্ধিমত্তার সবচেয়ে উঁচু রূপগুলোর একটা।

শর্ত একটাই: বদলে কিছু না চেয়ে সেটা করতে জানতে হবে।

Ferdinando